মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ও তার প্রয়োগ

অটোমেটিক স্ক্রলের মাধ্যমে ই-বুক পড়ার জন্যঃ

আপনার ই-বুক বা pdf রিডারের Menu Bar এর View অপশনটি তে ক্লিক করে Auto /Automatically Scroll অপশনটি সিলেক্ট করুন (অথবা সরাসরি যেতে ✰ Ctrl + Shift + H) এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে ক্লিক করে আপনার পড়ার সুবিধা অনুসারে স্ক্রল স্পীড ঠিক করে নিন।

📖 সূচিপত্রের জন্য আপনার ই-বুক রিডারের বামপাশের স্লাইড বারের বুকমার্ক মেনু ওপেন করুন...

উত্তরাধিকার আইন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তানোর যাবতীয় বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং এ আইনের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো একেবারেই পারিবারিক বলে পারিবারিক আইন অনুযায়ীই এগুলো পরিচালিত হয়। মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য প্রায় সব ধর্মাবলম্বীদের, এমনকি উপজাতীয়দেরও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান আছে।

মুসলমানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধানগুলো কোরআন ও হাদীসের আলোকে তৈরী। এ উত্তরাধিকার আইনের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত হলেও মৃত ব্যক্তির মৃত ছেলের সন্তান-সন্তানাদির উত্তরাধিকার বিষয়ে আলোচনা করে, এমন একটি বিধান নিয়ে মুসলমান সমাজে প্রশ্ন ছিলো। কিন্তু এ বিষয়ে সংস্কার সাধনের চেষ্টা বা উদ্যোগ নেয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত ষাটের দশকের গোড়ার দিকে এ সংক্রান্ত বিধানটির সংস্কার সাধন করা হয়েছে, যার বিস্তারিত আমরা জানতে পারবো পরবর্তী আলোচনাগুলোতে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উত্তরাধিকার বর্তানোর নিজস্ব নিয়ম ও মতবাদ রয়েছে। ভারতে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপক সংস্কার করা হলেও বাংলাদেশের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বিধানগুলো এখনো মান্ধাতা আমলের। সনাতন যুগের এ আইন প্রয়োগের ফলে বাংলাদেশে হিন্দু মেয়েদের অধিকার থেকে বঞ্চনার ইতিহাস তৈরী করছে। এ নিয়ে থাকবে তুলনামুলক আলোচনা।

খৃষ্টান, বৌদ্ধদেরও উত্তরাধিকার আইন ও তার প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের পাশাপাশি গুরুত্বসহ বিষয়ভূক্ত হয়েছে উপজাতীয় সমাজে প্রচলিত উত্তরাধিকারের নিয়মগুলো।

আরো একটি বিষয়, বর্তমানে ধর্মীয় গন্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা লক্ষনীয়। সুতরাং থাকছে ১৮৭২ সালের বিশেষ বিবাহ আইনে সম্পন্ন বিবাহিত দম্পত্তিদের সন্তানদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের বিস্তারিত আলোচনা।

tanbircox.blogspot.com

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ও আইনের উৎস

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন কি?

ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী কোন মুসলমান মারা গেলে তার ফেলে যাওয়া সম্পত্তি বা ত্যাজ্য সম্পত্তি কিভাবে কাদের মধ্যে বন্টন করা হবে সে সম্পকির্ত বিধানকে মুসলিম উত্তরাধিকার বা ফারায়েজ বলে।

উত্তরাধিকার আইনের উৎস:

১. কোরআন

২. হাদিস

৩. ইজমা

৪. কিয়াস

৫. আরবীয় প্রথা

৬. বিধিবদ্ধ আইন

৭. আদালতের সিদ্ধান্ত

১. কোরআনঃ

উত্তরাধিকার আইনের প্রথম ও প্রধান উৎস আল-কোরআন।আল কোরআনের সূরা নেসায়ের সপ্তম,অষ্টম,একাদশ,দ্বাদশ এবং একশত ছিয়াত্তর আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে বলা আছে।

যেমন- মুসলিম উত্তরাধিকার বা ফারায়েজ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা নিসায় বলা আছে যে, ১২ জন সম্পত্তির অংশীদার। যাদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ এবং ৮ জন নারী।পুরুষগন হলেন মুসলিম আইনে কোরআনের পবিত্র বিধান অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ বা উত্তরাধিকারীগণ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে সুনিদির্ষ্ট অংশ লাভ করিতে বাধ্য থাকে।

২.হাদিসঃ

এক কথায় হাদিস হলো হযরতের উক্তি, নিদের্শাবলী এবং তার জীবনের কার্যাবলীর মহাসংকলন।মুসলিম আইন বিজ্ঞানের বিধান মোতাবেক যে সকল বিষয় সমূহ হাদিসের ক্ষেত্রে অপরিহার্য তা নিম্নরূপ-

ক. হযরত মুহম্মদ(সঃ) এর অভিমত,উক্তি,শিক্ষা,উপদেশ,অনুশাসন এবং বাণীর সংকলন বিষয়ক মন্তব্য

খ. হযরতের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী,কমর্তৎপরতা এবং হযরত কতৃর্ক সম্পাদিত কার্যাবলী বিষয়ক তৎপরতা,

গ. হযরতের পছন্দনীয় কার্যাবলী এবং অপছন্দনীয় কার্যসমূহের বিবরণ মূলক বক্তব্য,

ঘ. হযরত কতৃর্ক তার সাহাবীদের ক্ষেত্রে ইঙ্গিতবাহী সম্মতি বা নীরব সমথর্ন।

যেমন- হযরত ফাতেমা(রাঃ) একবার দাবী করেন যে, তিনি তাঁর পিতার সম্পদের ওয়ারিছ। কিন্তু এর উত্তরে হযরত আবুবকর(রাঃ) রাসুলুল্লাহর পবিত্র বাণী" আমরা,নবীরা কোন সম্পদ ওয়ারিছদের জন্য রেখে যাই না; আমাদের যা থাকে, তা অবশ্যই খয়রাতের জন্য'। এই হাদিসের সত্যতা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করল না। হযরত ফাতেমার(রাঃ) দাবি অগ্রাহ্য করা হল।

tanbircox.blogspot.com

৩. ইজমাঃ

প্রকৃত অর্থে উলেমাগণের ঐক্যমত্যই হইল ইজমা এবং উহা অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। কোরআন, হাদিস এবং সুন্নাহর মাধ্যমে যে আইন প্রনয়ণ কাজ চলে আসছিল তা হযরতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায় অথচ নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে লাগল যার সমাধানের জন্য কোরআন, সুন্নাহ কিংবা হাদিসের মধ্যে কোন নিদের্শ পাওয়া যেত না। এমতাবস্থায় অন্য কোন উপায়ে ঐ সব সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ত। এই উদ্দেশ্যে আইনবিদগন আইনের যে নীতির উদ্ভব করেছিলেন উহাই ইজমা।

যেমন- ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপারে যেমন- রোজা, নামাজ,জনগণের সম্মিলিত মত দ্বারা বিধি প্রণয়ন, হযরত আবুবক্করকে খলিফা নিযুক্ত করা ইত্যাদি ঐক্যমত বা ইজমার দ্বারা হয়েছিল।

৪.কিয়াসঃ

যখন কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কোরআন,সুন্নাহ বা ইজমার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া না যায় তখন কিয়াস অথার্ৎ "ফলপ্রসু যুক্তি"-র দ্বারা সমাধান করাকে কিয়াস বলা হয়।

যেমন- ইসলামে মাদকতা সৃষ্টিকারী তীব্র পানীয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মদকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ না করা হলেও যেহেতু মদ মাদকতা সৃষ্টিকারী তীব্র পানীয়, সুতরাং সাদৃশ্যমূলকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। এটাই কিয়াস।

৫. আরবীয় প্রথাঃ

মুসলিম আইনের পঞ্চম উৎস হল প্রাক ইসলামী প্রথা। কোরআন, হাদিস, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ব্যতীত আইনবিদগণ যে উৎসটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন সেটা হল রীতি বা প্রথা। বহু পুরাতন আরব প্রথা কোরআনের আয়াত দ্বারা নাকচ করা হয়েছে। যা কোরআন কতৃর্ক নাকচ করা হয় নি এবং যা সুন্নাহ কতৃর্ক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গৃহীত হয়েছে, উহা মুসলিম আইনের বিধি হিসাবে বতর্মান রয়েছে।

যেমন- প্রাক ইসলামী প্রথায় যিহার, ইলা, খুলা ইত্যাদি যে কোন প্রকার প্রথার মাধ্যমেই তালাক বা বিবাহ- বিচ্ছেদ হত, তালাকপ্রাপ্তাকে পুনরায় বিবাহ করার আগে কিছু কাল অপেক্ষা করতে হতো। এরূপে কোন নারীর পুনবির্বাহের পূর্বে এই অপেক্ষমান সময়কে ইদ্দত পালন বলে। ইসলামী আইনেও নিদির্ষ্ট মেয়াদে ইদ্দত পালন করতে হয়।

tanbircox.blogspot.com

৬. বিধিবদ্ধ আইনঃ

বাংলাদেশে মুসলমানদের উপর শুধু মুসলিম ব্যক্তিগত আইনই প্রয়োগ করা হয়। উত্তরাধিকার,বিবাহ,বিবাহ-বিচ্ছেদ, উইল, হিবা এবং ওয়াকফ্ সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে মুসলিম আইন প্রয়োগ করা হয়। এ ছাড়াও মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কে ও কতিপয় আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এবং ঐ প্রকারের আইনগুলোকে ৬ষ্ঠ উৎস বলে মুসলিম আইন বিকাশে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বিধিবদ্ধ আইন হিসাবে আইন সভা দ্বারা পাশকৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলো হল:

১.শরীয়া আইন,১৯৩৭

২.মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৭

৩.মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ,১৯৬১(অধ্যাদেশ নং ৮)

৪.মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ রেজিষ্ট্রেশন আইন, ১৯৭৪

৭. আদালতের সিদ্ধান্তঃ

দেশের উচ্চ আদালতের কোন জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্তও মুসলিম আইনের উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

যে সব উত্তরাধিকারীদের মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার আছে

অংশীদারগণ (Sharers): যে ওয়ারিশেরা মিরাস যোগ্য সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারী তারাই অংশীদার। তাদের তালিকা এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তাদের স্ব স্ব পরিমাণ অংশ কুরআনে আল্লাহপাক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ জন্য এদেরকে জুল কুরআন বা কুরানী ওয়ারিশ বলা হয়। মূলত কোরআনের নির্দেশ, হাদিসের ব্যাখ্যায় এবং ইজমার সমর্থনে তাদের অংশ নির্ধারিত হয়েছে।

অন্য সবার উপর তাদের অবস্থান হলেও তারা কোন সুবিধাভোগী শ্রেণী নয়; কারণ তারা খুবই ছোট বা সামান্য অংশ পেয়ে থাকেন। এই অংশীদারদের সংখ্যা ১২ জন; এরা বিবাহ সিদ্ব জাত এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়। তার মধ্যে চারজন পুরুষ এবং আটজন মহিলা। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে অন্য সব উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অগ্রাধিকার পান এবং তাদের অংশ রেখে পরে অন্যান্যদেরকে সম্পত্তি প্রদান করা হয়।

পুরুষ চার জন হলো:

১) পিতা ২) দাদা বা তদুর্ধ ৩) স্বামী ৪) বৈপিত্রেয় ভাই

মহিলা আটজন হলো:

১) স্ত্রী ২) মাতা ৩) কন্যা ৪) সহোদরা বোন ৫) বৈমাত্রেয়া বোন ৬) বৈপিত্রেয়া বোন ৭) কন্যা ও ৮) দাদী তাদের মধ্যে পিতা, স্বামী, মাতা, কন্যা ও স্ত্রী এই পাঁচজন কখনো উত্তরাধিকার থেকে কখনো বঞ্চিত হয়না। তাই তাদেরকে প্রতক্ষ্য অংশীদার বলা হয় এবং বাকীদেরকে পরোক্ষ অংশীদার বলা হয়। কারণ তারা কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

অবশিষ্টাংশ ভোগীগণ (Residuaries): মৃত ব্যক্তির যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক আছে এবং যারা অংশীদারদের নির্দিষ্ট অংশ নেবার পর কোন সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকলে তা অথবা কোন অংশীদার না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির সাথে রক্তের সম্পর্ক আছে এমন সমস্ত নিকটবর্তী আত্নীয়রা তালিকায় উল্লেখিত ক্রমানুসারে লাভ করে থাকে। মৃত ব্যক্তির এ সকল নিকটত্নীয়দেরকে অবশিষ্টাংশভোগী বলা হয়। এই অবশিষ্টংশ ভোগীদের কোন নির্দিষ্ট অংশ নাই। অংশীদারদের দেওয়ার পরেই কেবল অবশিষ্ট সম্পত্তি তারা পাবেন, কিন্তু এই অবশিষ্টাংশের পরিমাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যদি কোন অংশীদার না থাকেন, তবে সমস্ত সম্পত্তিই আসাবা বা অংশীদারগণ পাবেন। এ সকল আসাবা বা অবশিষ্টাংশ ভোগীগণকে এগনেটিক ওয়ারিশ ও বলা হয়। কারণ এরা পুরুষ আত্নীয়ের মাধ্যমেই ওয়ারিশ হয়ে থাকে।

tanbircox.blogspot.com

অংশীদারগণ

স্বামী	**পিতা**	**আপন বোন**
স্ত্রী	**মাতা**	**বৈমাত্রেয় বোন**
দাদা	**দাদী বা নানী**	**বৈপিত্রেয় ভাই**
কন্যা	**পুত্রের কন্যা**	**বৈপিত্রেয় বোন**

১) স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামীর অধিকার (Husband):

মুসলিম আইন এবং কোরআনের বিধান মোতাবেক সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে স্বামীকে দুটি অবস্থায় বিশ্লেষণ করা যায়; যথা -

ক) মৃত ব্যক্তির সন্তান সন্তিতি বা পুত্রের সন্তান সন্ততি বা তার নিম্নে কেউ না থাকলে ১/২ অংশ পাবে। যেমন:

মৃত ব্যক্তি

স্বামী (১/২) পিতা (১/২)

খ) আবার মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান- সন্ততি কেউ থাকলে সেক্ষেত্রে ১/৪ অংশ পাবে। যেমন:

মৃত ব্যক্তি

স্বামী (১/৪) তিন পুত্র (৩/৪)

২) স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অধিকার (Wife):

মৃত ব্যক্তির স্ত্রী একজন থাকুক আর একাধিক থাকুক তাদের সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুটি অবস্থা উল্লেখ করা যায়; যথা-ক) মৃত ব্যক্তির সন্তান সন্ততি বা তার নীচে কেউ না থাকলে স্ত্রী ১/৪ অংশ পাবে। যেমন:

মৃত ব্যক্তি

স্ত্রী (১/৪) পিতা (৩/৪)

খ) অপরদিকে মৃত ব্যক্তির সন্তান সন্ততি বর্তমান থাকলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী ১/৮ অংশ পাবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক বিধবা স্ত্রী থাকে, তবে সব বিধবা স্ত্রীরাই উপরোক্ত ১/৪ বা ১/৮ অংশ হতে যেরকমই হয়, সমান হারে তাদের অংশ ভাগ করে পাবে। যেমন:

মৃত ব্যক্তি

স্ত্রী (১/৮) পুত্র (৭/৮)

স্বামী পীড়িত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে উক্ত তালাকী স্ত্রীর ইদ্দত কাল এর মধ্যে স্বামী মারা গেলে তালাকী স্ত্রী স্বামীর ওয়ারিশ হবে (192 Sind, 1771)। কিন্তু স্বামী একইভাবে স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হতে পারবেনা।

tanbircox.blogspot.com

৩) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে পিতার অধিকার (Father):

মুসলিম আইন এবং কোরআনের বিধান অনুযায়ী পিতা কোরানিক অংশীদার। পিতার এই অংশ তিনটি অবস্থায় দেখানো হলো।

ক) মৃত ব্যক্তির পুত্র কিংবা তার চেয়ে নীচে কেউ থাকলে পিতা মাত্র ১/৬ অংশ পাবে।

যেমন: সেলিম একজন সুন্নী মুসলমান সে পিতা, এক পুত্র ও এক কন্যাকে ওয়ারিশ রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, এখন মৃত সেলিম এর সম্পত্তি বন্টন করা হবে ।

পিতা -	১/৬ =৩/১৮	অংশ অংশীদার হিসেবে প্রাপ্ত হবে
পুত্র -	৫/৯ = ১০/১৮	অংশ অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে প্রাপ্ত হবে
কন্যা-	৫/১৮= ৫/১৮	অংশ অবশিষ্টংশভোগী হিসেবে প্রাপ্ত হবে

এক্ষেত্রে পিতা মৃত (পুত্র) সেলিম এর পুত্র, কন্যা বিদ্যমান থাকায় ১/৬ অংশীদার হিসেবে প্রাপ্ত হবে।

পুত্র ও কন্যা তাদের মৃত পিতার সম্পত্তিতে অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে যথাক্রমে ৫/৯ এবং ৫/১৮ অংশ প্রাপ্ত হবে। কন্যা পুত্রের অর্ধেক পাবে।

খ) পুত্র না থাকলে কন্যা বা তার নীচে কেউ থাকলে পিতা ১/৬ অংশ এবং এবং অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি পাবে। যেমন:

মৃত জলিল

পিতা	কন্যা
১/৬ + ২/৬ (আসাবা) = ১/২	৩/৬=১/২

গ) পুত্র কন্যা বা পুত্রের পুত্র বা তার নীচে কেউই না থাকলে পিতা আসাবা বা অবশিষ্টাংশভোগী হবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে।

মৃত বশীর

পিতা কালাম	মাতা ফুলি	ভাই জাহেদ	বোন নূরী
২/৩	১/৩	০	০

বশিরের পিতা জীবিত থাকায় ভাইবোন বঞ্চিত হবেন। তবে ভাইবোন জীবিত থাকায় মাতা ফুলি ১/৬ অংশ প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্টভোগী হিসেবে পিতা কালাম ৫/৬ অংশ পেয়েছে।

অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে পিতা: মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান এমনি নিম্নগামী অধঃস্তন বংশধর বিদ্যমান না থাকলে পিতা অবশিষ্টাংশভোগী বা শেষভোগী হিসেবে সম্পত্তি প্রাপ্য হয়।

অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির অংশীদার শ্রেণীভুক্ত অন্য কোন ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকলে, উক্ত অংশীদার শ্রেণীভুক্ত ওয়ারিশদের অংশ মিটিয়ে দেবার পরই পিতা অবশিষ্টাংশভোগী বা শেষভোগী হিসেবে সম্পত্তি প্রাপ্ত হবেন। যেমন: খায়ের একজন সুন্নী মুসলমান। সে এক স্ত্রী ও পিতাকে ওয়ারিশ রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। এখন মৃত খায়ের এর সম্পত্তি বন্টন করতে হবে:

মৃত খায়ের

স্ত্রী ১/৪	পিতা ৩/৪

এক্ষেত্রে মৃত খায়ের নিঃসন্তান বিধায় তার স্ত্রী ১/৮ এর স্থলে ১/৪ অংশ প্রাপ্ত হয়েছে এবং স্ত্রী অংশীদার শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় তার ১/৪ অংশ মিটিয়ে দেবার পরই পিতা মৃত খায়ের এর বাকী (১ – ১/৪) = ৩/৪ অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছে ।

tanbircox.blogspot.com

৪) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে প্রকৃত পিতামহ বা দাদার অধিকার (True Grand-Father):

মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান অথবা পুত্রের সন্তান (যতই নিম্নগামী হোক না কেন) থাকলে এবং পিতা অথবা নিকটতম পিতার পিতা না থাকলে সত্যিকার পিতামহ ১/৬ অংশ পায়। এবং এরা কেউ না থাকলে সত্যিকার পিতামহ অবশিষ্টভোগী অংশ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ পিতা যে অবস্থায় যা পায় পিতামহ সে অবস্থায় তাই পাবে, কিন্তু পিতা জীবিত থাকলে পিতামহ কিছুই পাবে না। যেমন:

মৃত ব্যক্তি

পিতামহ	পিতা
০	১

পিতার অবর্তমানে পিতার উল্লেখিত তিনটি অবস্থা পিতামহের উপর বর্তাবে । কিন্তু ৪টি মাত্র স্থানে পিতা ও পিতামহের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়; যথা-

ক) পিতার মাতা পিতার সাথে থাকলে সম্পত্তি পায়না কিন্তু পিতামহের সাথে পেয়ে থাকে ।

খ) স্বামী বা স্ত্রীর সাথে পিতা ও মাতা থাকলে স্বামী বা স্ত্রীকে দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে মাতা তার ১/৬ অংশ পায় কিন্তু এক্ষেত্রে পিতার স্থলে পিতামহ থাকলে মাতা সমস্ত সম্পত্তির ১/৩ অংশ পায়।

গ) সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই বোনগণ পিতার সাথে বঞ্চিত হবে, কিন্তু কোন কোন ইমামের মতে তারা পিতামহের সাথে বঞ্চিত হবে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে তারা পিতামহের সাথেও বঞ্চিত হবে। আমরা উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে উক্ত ইমাম সাহেবের মত অনুসরণ করে থাকি।

৫) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার প্রকৃত মাতামহী/পিতামহী (নানী/দাদী) এর অধিকার (True Grand Mother):

উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে নানী/দাদীর তিনটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়:

ক)মৃত ব্যক্তির মাতা, নিকটতম প্রকৃত মাতামহী কিংবা নিকটতম প্রকৃত পিতামহী না থাকলে নানী ১/৬ অংশ সম্পত্তি লাভ করেন।

খ) মৃত ব্যক্তির মাতা, পিতা, নিকটতম প্রকৃত মাতামহী কিংবা নিকটতম প্রকৃত পিতামহী না থাকলে দাদী ১/৬ অংশ সম্পত্তি লাভ করেন।

গ) দাদী ও নানী উভয়েই থাকলে তারা একত্রে ১/৬ অংশ সমান পাবেন। প্রকৃত পিতামহী হলেন এমন একজন পূর্বনারী যার এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে মাতৃ সম্পর্কীয় কোন পিতামহ মধ্যবর্তী হননা। যেমন: পিতার মাতা, পিতার মাতার মাতা, পিতার পিতার মাতা, মাতার মাতা মাতার মাতার মাতা।

(৬) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার মাতার অধিকার (Mother):

উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে মাতার তিন অবস্থা হতে পারে:

ক) যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান বা পুত্রের সন্তানাদি, যত নিম্নেরই হউক, অথবা যদি পূর্ণ বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় দুই বা ততোধিক ভাই কিংবা বোন, এমনকি একজন ভাই এবং একজন বোন থাকে, তাহলে ও ১/৬ অংশ পাবেন। যেমন:

মৃত ব্যক্তি

মাতা (১/৬)	পুত্র (৫/৬)

খ) কিন্তু যেসকল ক্ষেত্রে মাতা ১/৩ অংশ পায় সেক্ষেত্র গুলো নীচে দেওয়া হলো:

tanbircox.blogspot.com

যখন মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান অথবা পুত্রের সন্তান (যতই নিম্নগামী হোক না কেন) না থাকে, অথবা, যখন মৃত ব্যক্তির এক ভাই অথবা এক বোন এর বেশী না থাকে। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদি মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর অথবা স্বামীর সাথে মাতা এবং পিতা থাকে, তবে সেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদ দেবার পর যে অংশ বাকি থাকে, মাতা তার ১/৩ অংশ পাবে। প্রকৃত পিতামহী হলেন এমন একজন পূর্বনারী যার এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে মাতৃ সম্পর্কীয় কোন পিতামহ মধ্যবর্তী হন না। যেমন: পিতার মাতা, পিতার মাতার মাতা, পিতার পিতার মাতা, মাতার মাতা মাতার মাতার মাতা।

(৭) কন্যার অধিকার (daughter):

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির ঔরশজাত কন্যার অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে তিন অবস্থায় অংশ বন্টন করা হয়। যেমন-

ক) মৃত ব্যক্তির কন্যা একজন থাকলে এবং পুত্র না থাকলে সে ১/২ (অর্ধেক) ভাগ সম্পত্তি পাবে ।

খ) দুই বা ততোধিক কন্যা থাকলে এবং কোন পুত্র না থাকলে তারা ২/৩ (তিন ভাগের দুই) ভাগ সমানভাগ পাবে।

গ) মৃত ব্যক্তির পুত্র থাকলে কন্যা/কন্যারা অংশীদার হিসেবে সম্পত্তি না পেয়ে পুত্রের সাথে ২:১ অনুপাতে অর্থাৎ অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে পুত্র যা পাবে কন্যা তার অর্ধেক পাবে। কন্যা কখনো পিতা/মাতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়না ।

(৮) পুত্রের কন্যার (son's daughter)

অথবা পুত্রের পুত্রের কন্যা অর্থাৎ পোত্রীর অধিকার: পুত্রের কন্যা বা পুত্রের পুত্রের কন্যা যত নিম্নের হোক এর উত্তরাধিকার আইন, ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ এর ৪ ধারার প্রভাবে পরিবর্তন হয়েছে বিধায় তা মূল মুসলিম হানাফী আইন এবং পরিবর্তিত আইন এই দুই উপ-শিরোনামে আলোচনা করা যায়।

মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ এর ৪ ধারার প্রভাবে এই বঞ্চিত হওয়ার বিধান বাতিল হয়েছে। উক্ত ধারার মূল মুসলিম হানাফী আইন: মুল মুসলিম হানাফী আইন অনুসারে পুত্রের কন্যার সম্পত্তি লাভের ক্ষেত্রে চারটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়:

ক) মৃত ব্যক্তির পুত্র বা একাধিক কন্যা থাকলে পুত্রের কন্যা সম্পূর্ণরূপে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

খ) মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা না থাকলে পুত্রের কন্যা একা হলে ১/২ অংশ এবং একাধিক হলে ২/৩ অংশ সম্পত্তি পায়।

গ) মৃত ব্যক্তির যদি একমাত্র কন্যা তাকে, তবে পুত্রের কন্যা একা বা একাধিক যাই থাকুক একা বা সবাই শুধুমাত্র ১/৬ অংশ পাবে। একাধিক হলে এই ১/৬ অংশ সবাই সমানভাবে পাবে।

ঘ) মৃত ব্যক্তির পুত্রের পুত্র থাকলে, পুত্রের কন্যা অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে তার বা তার সাথে ২:১ সম্পত্তি লাভ করবে। পুত্রের পুত্রের কন্যা যত নিম্নের হোক পুত্রের কন্যার মত পুত্রের পুত্রের কন্যার সম্পত্তি লাভের ক্ষেত্রে ও চারটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

ক) মৃত ব্যক্তির পুত্র বা একাধিক কন্যা বা নিকটতম পুত্রের পুত্র বা নিকটতম পুত্রের পুত্র বা নিকটতম পুত্রের একাধিক কন্যা থাকলে দুরবর্তী পুত্রের কন্যা উত্তরাধিকার হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়।

খ) মৃত ব্যক্তির পুত্র কন্যা বা নিকটতম পুত্রের পুত্র বা নিকটতম পুত্রের কন্যা না থাকলে দূরবর্তী কন্যা একা হলে ১/২ অংশ এবং একত্রে হলে সবাই ২/৩ অংশ পাবে।

গ) মৃত ব্যক্তির যদি একমাত্র কন্যা বা নিকটতম পুত্রের একমাত্র কন্যা থাকে, তবে দূরবর্তী পুত্রের কন্যা এক বা একাধিক যাই থাকুক, একা বা সবাই একত্রে শুধুমাত্র ১/৬ অংশ পাবে।

ঘ) পুত্রের পুত্রের কন্যার সাথে সমান স্তরে পুত্রের পুত্র থাকলে পুত্রের পুত্রের কন্যা অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে তার বা তাদের সাথে ২:১ হারে সম্পত্তি লাভ করবে। একই সাথে পুত্রের পুত্র/পুত্রের কন্যা এবং পুত্রের পুত্রের পুত্র/পুত্রের পুত্রের কন্যা অবস্থান করে তখন প্রথম ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির তুলনায় মৃত ব্যক্তির নিকটতম পুত্রের পুত্র/পুত্রের কন্যা হিসেবে

গন্য করা হয়। একই সাথে যখন পুত্রের পুত্রের পুত্র ও পুত্রের পুত্রের কন্যা অবস্থান করে তখন তাদেরকে সমান স্তরের পুত্রের পুত্রের পুত্র এবং পুত্রের পুত্রের কন্যা হিসেবে উল্লেখ করা যায় ।

পরিবর্তিত আইন: পুত্রের কন্যার উত্তরাধিকার আইন আলোচনা করতে গিয়ে এটি লক্ষ্য করা যায় যে, পুত্রের কিংবা একাধিক কন্যার বর্তমানে মৃত পুত্রের কন্যা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হতে সম্পূর্নরূপে বঞ্চিত এবং শুধুমাত্র এক কন্যার বর্তমানে সে আংশিকভাবে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়। ১৯৬১ সনের মর্ম মতে বর্তমানে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করার আগে যার সম্পত্তি ভাগ করা হবে তার মৃত্যুর আগে তার পুত্র বা কন্যার মৃত্যু হলে, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করবার সময় ঐ মৃত পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকলে, যে পরিমাণ সম্পত্তি লাভ করত, তার সমান অংশ ঐ মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানরা লাভ করবে। নীচের উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কারভাবে বোঝানো হলো:

উদাহরণ- ১: বশিরের দুই পুত্র, বাদল ও জাহেদ এবং এক কন্যা জমিলা। প্রথম পুত্র বাদল এক কন্যা রেখে মারা যায়। তারপর বশির মারা যায়। মূল মুসলিম হানাফী আইনানুসারে বশিরের ত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি জাহেদ ও কন্যা জমিলা ২:১ হারে পেত। মৃতপুত্র বাদলের কন্যা কোন সম্পত্তি পেতনা। কিন্তু বর্তমান পরিবর্তিত আইনানুযায়ী বশিরের ত্যক্ত সম্পত্তি মোট ৫ ভাগ হবে। এর ২/৫ অংশ জাহেদ এবং ১/৫ অংশ কন্যা জমিলা পাবে। বাকী ২/৫ অংশ মৃত পুত্রের কন্যা পাবে। কারণ মৃত পুত্র বাদল বশিরের মৃত্যু আগে মারা না গেলে এই ২/৫ অংশই পেত।

উদাহরণ- ২: জালালের দুই পুত্র হাশেম ও কাশেম এবং এক কন্যা সালেহা। ছালেহা এক পুত্র রেখে মারা যায়। মূল মুসলিম হানাফী আইন অনুসারে জালালের সম্পত্তি তার দুই জীবিত পুত্রের প্রত্যেকে অর্ধেক করে পেত। তার কন্যার এক পুত্র করিম সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হতো। বর্তমানে পরিবর্তিত আইন অনুযায়ী তার মৃত কন্যা ছালেহা বেঁচে থাকলে যে ১/৫ অংশ সম্পত্তি পেত তা মৃত কন্যা ছালেহার পুত্র রাশেদ পাবে ।

tanbircox.blogspot.com

(৯) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার আপন বোন বা পূর্ণ বোনের অধিকার (Full Sister):

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির পুর্ণ বোন বা সহোদর বোন থাকলে তারা পাঁচটি অবস্থায় অংশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যেমন -

ক) মৃত ব্যক্তির যদি একজন আপন বোন থাকে তাহলে সে ঐ ব্যক্তির সম্পত্তির ১/২ অংশ পাবে ।

খ) যদি দুইবা ততোধিক সহোদর বোন থাকে তাহলে তারা ঐ সম্পত্তির ২/৩ অংশ পাবে ।

গ) আপন ভাইয়ের উপস্থিতিতে আপন বোন অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে ২:১ হারে সম্পত্তি পেতে পারে।

ঘ) আপন বোন মৃত ব্যক্তির সন্তান, পুত্রের সন্তান যত নীচের হোক, বা পুত্রের উপস্থিতিতে ও সে অংশীদার হতে বাদ পড়ে অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে সম্পত্তি পেতে পারে । কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবরিক আইনের বিধান মোতাবেক আপন বোন কোন অংশ পাবেনা। পুত্রের কন্যাই সব অংশ পাবে ।

ঙ) মৃত ব্যক্তির পিতা বা দাদা বর্তমান থাকলে সহোদর বোন বঞ্চিত হবে ।

(১০) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার বৈমাত্রেয় বোনের (যেখানে পিতা একজন কিন্তু মাতা দুইজন তাদের সন্তানগনের) অধিকার (Consanguine Sister):

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় বোন থাকলে তার অংশ ছয়টি অবস্থায় বন্টন করা হয়ে থাকে। যেমন

ক) মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় বোন একজন থাকলে সে ১/২ অংশ প্রাপ্ত এবং একাধিক বৈমাত্রেয় বোন একত্রে ২/৩ অংশ সমানভাগে পায়।

খ) মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমান থাকলে সেক্ষেত্রে বৈমাত্রেয় বোন তার সাথে অবশিষ্টাংশভোগী বা আসাবা হবে এবং ভাই যত পাবে বোন তার অর্ধেক অংশ পাবে ২:১ হারে সম্পত্তি পায়।

গ) মৃত ব্যক্তির একজন মাত্র আপন বোন থাকলে বৈমাত্রেয় বোন একজন হোক আর একাধিক হোক সবাই একত্রে ১/৬ অংশ পাবে।

ঘ) কিন্তু আপন বোন একাধিক থাকলে বৈমাত্রেয় বোন বঞ্চিত হবে। যেমন:

	মৃত ব্যক্তি	
বৈমাত্রেয় বোন	আপন বোন	চাচা
০	২/৩	১/৩

ঙ) মৃত ব্যক্তির পুত্র, পুত্রের সন্তান যত নীচের হোক, পিতা অথবা পিতার পিতা অর্থাৎ দাদা, একাধিক আপন ভাই এর উপস্থিতিতে বৈমাত্রেয় বোন উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

চ) মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পুত্রের কন্যা বর্তমান থাকলে তার সাথে অবশিষ্টাংশভোগী হবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে।

(১১) বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোনের অধিকার:

(যেখানে পিতা দুইজন কিন্তু মাতা একজন তাদের সন্তানগণ) (Uterine Brother/Sister): বৈপিত্রেয় ভাই/বোন এর উত্তরাধিকারলাভে দুটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

ক) মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পুত্রের পুত্র বা পুত্রের কন্যা ইত্যাদি কেউই বর্তমান না থাকলে ও একজন বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন থাকলে ও সে ১/৬ অংশ এবং একাধিক বৈপিত্রেয় ভাই/বোন একত্রে ১/৩ অংশ সমানভাবে পাবে। বৈপিত্রেয় ভাই-বোনেরা সমান অংশ পায়। এক্ষেত্রে ভাই-বোনের অংশের অনুপাত ২:১ না হয়ে ১:১ হবে ।

খ) মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র (পুত্রের পুত্র), পৌত্রী (পুত্রের কন্যা), পিতা বা পিতার পিতা ইত্যাদি কেউ জীবিত থাকলে বৈপিত্রেয় ভাই/ বোন উত্তরাধিকার হতে বাদ পড়ে। দুটি উদাহরণের মাধ্যমে অংশীদারদের মাঝে সম্পত্তি বন্টন প্রক্রিয়াটি পরিস্কার ভাবে বোঝা যায় ।

উদাহরণ -১: একজন সুন্নী মুসলমান তার ক) পিতা খ) মাতা এবং গ) পুত্রের কন্যাকে রেখে মারা গেলেন । এই ক্ষেত্রে তার ওয়ারিশদের অংশ বন্টন নীচের প্রক্রিয়া অনুযায়ী হবে:

পিতা -১/৬, মাতা -১/৬, কন্যা -১/২, পুত্রের কন্যা -১/৬

এই উদাহরণে সব ওয়ারিশরাই অংশীদার বা কুরানী ওয়ারিশ। ছেলেমেয়ে যেমন কন্যা এবং পুত্রের কন্যা থাকায় পিতা এবং মাতার প্রাপ্য অংশ ১/৬ হয়েছে। একজন কন্যার অংশ ১/২ অংশ। একজন কন্যা থাকায় পুত্রের কন্যা ১/৬ অংশ পাবেন। তবে মৃত ব্যক্তির দুইজন কন্যা থাকলে মৃত ব্যক্তির পুত্রের একজন কন্যা থাকায় পুত্রের কন্যা এক বা একাধিকই থাকুক, তার অংশ ১/৬ কমে এসেছে। এভাবে এই উদাহরণে যদিও মৃত ব্যক্তির পুত্রের কন্যা চারজন থাকতো, তবু তারা সবাই যৌথভাবে ঐ ১/৬ অংশই পেত এবং এই ৬/১ অংশই তাদের মাঝে সমানভাবে ১/২৪ অংশ ভাগ করা হতো।

উদাহরণ -২: একজন সুন্নী মুসলমান তার ক) মাতা, খ) তিন জন পূর্ণ বোন গ) একজন বৈমাত্রেয় বোন (যেখানে মাতা দুইজন কিন্তু পিতা একজন তাদের সন্তানগন) এবং একজন বৈপিত্রেয় বোনকে অথবা একজন বৈপিত্রেয় ভাইকে (যেখানে পিতা দুইজন কিন্তু মাতা একজন তাদের সন্তানগন) রেখে মারা গেল। এক্ষেত্রে ঐ মৃত ব্যক্তির বৈধ ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের স্ব স্ব অংশ দেখানো হলো:

মাতা – ১/৬ অংশ (কারণ এইক্ষেত্রে একাধিক আপন বোন আছে)

৩ জন আপন বোন – ২/৩ অংশ (প্রত্যেকে ২/৩ অংশের ১/৩ অংশ করে)

১ জন বৈমাত্রেয় বোন – একাধিক আপন বা পূর্ণ বোন দ্বারা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

বৈপিত্রেয় বোন বা বৈপিত্রেয় ভাই -১/৬ অংশ।

এইক্ষেত্রে সম্পত্তির মোট অংশ হলো ১/৬+২/৩+১/৬ = ৬/৬ =১ অর্থাত্ এখানেই সম্পত্তি শেষ হওয়ায় সম্পত্তি বন্টন ও শেষ হবে।

অবশিষ্টাংশভোগীগণ

পুত্র	পুত্রের পুত্র	পিতা
পিতার পিতা	আপন ভাই	আপন বোন
দাদা	বৈমাত্রেয় ভাই	বৈমাত্রেয় বোন
আপন ভাইয়ের পুত্র এবং এর নীচে	আপন ভাইয়ের পুত্র	আপন চাচা
আপন চাচার পুত্র এবং এর নীচে		বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র এবং এর নীচে

যদি অবশিষ্টাংশ ভোগীগণের সাথে মহিলারা ও অন্তর্ভূক্ত থাকে, তবে সম্পত্তি এইভাবে বন্টন করতে হবে যেন পুরুষের অংশ মহিলার দ্বিগুণ হয়।অবশিষ্টাংশ ভোগীদের সবাই মৃত ব্যক্তির পিতার বংশের সাথে জড়িত। তাই মৃত ব্যক্তির পিতার বংশের সাথে জড়িত নয় বলে তার বৈপিত্রেয় (মাতা একজন কিন্তু পিতা দুইজন) ভাই-বোন অবশিষ্টাংশ ভোগী নয় ।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীদারেরাও অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে গণ্য হয়; যেমন কন্যার সাথে পুত্র থাকলে কন্যা পুত্রের সাথে অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে সম্পত্তি লাভ করে।

tanbircox.blogspot.com

অবশিষ্টাংশ ভোগীগণের প্রধানতঃ নীচের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১) নিজ অধিকারসূত্রে অবশিষ্টাংশভোগ: অবশিষ্টংশভোগীদের তালিকাভুক্ত সব পুরুষই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তারা কখনো অংশীদাররূপে সম্পত্তি পায় না; শুধুমাত্র অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবেই সম্পত্তি পেয়ে থাকে। পুত্র, পুত্রের পুত্র যত নীচেই হোক, আপন ভাই এবং বৈমাত্রেয় ভাই (যেখানে দুই মাতা কিন্তু এক পিতা) এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

২) অন্যের অধিকারসূত্রে অবশিষ্টাংশভোগী: তারা সবাই নারী, সংখ্যায় চারজন। তাদের প্রত্যেকেই পুরুষ আত্নীয়ের সাথে পুরুষের অর্ধেক হিসেবে সম্পত্তি লাভ করে থাকে। যেমন: কন্যা, পুত্রের সাথে, পুত্রের কন্যা যত নীচেই হোক এর সাথে, আপন বোন আপন ভাই এর সাথে এবং বৈমাত্রেয় বোন বৈমাত্রেয় ভাই এর সাথে অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে সম্পত্তি লাভ করে। যেমন: কন্যা, পুত্রের সাথে, পুত্রের কন্যা যত নীচের হোক পুত্রের পুত্র যত নীচের হোক এর সাথে, আপন বোন আপন ভাইয়ের সাথে এবং বৈমাত্রেয় বোন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে অবশিষ্টাংশ ভোগী হিসেবে সম্পত্তি লাভ করে। উল্লেখিত পুরুষ আত্নীয় না থাকলে তারা সবাই অংশীদার হিসেবে সম্পত্তি পেয়ে থাকে।

৩) অন্যান্যদের সাথে এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে অবশিষ্টাংশভোগী: আপন বোন এবং বৈমাত্রেয়বোন, কন্যা বা পুত্রের কন্যা যত নীচেরই হোক এর সাথে অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে সম্পত্তি পায়। তাছাড় অন্যান্য পরিস্থিতিতে যেমন মৃত ব্যক্তির সন্তান, পুত্রের সন্তান যত নীচেরই হোক না থাকলে পিতা বা পিতার পিতা যত উপরের হোক অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে সম্পত্তি লাভ করে। আবার মৃত ব্যক্তির কন্যা, পুত্রের কন্যা যত নীচের হোক থাকলে পিতা, পিতার পিতা যত উপরের হোক অংশীদার এবং অবশিষ্টাংশভোগী উভয় যোগ্যতায় সম্পত্তি পেয়ে থাকে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অবশিষ্টাংশভোগীদের মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকারের

তালিকা:

(১) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার পুত্রের অধিকার: মৃত ব্যক্তির নিম্নগামী পুত্র: কোন কন্যা না থাকলে পুত্র সম্পূর্ণ অংশ পাবে; একাধিক পুত্র থাকলে সবাই সমান ভাগ পাবে। পুত্রের সাথে কন্যা থাকলে কন্যা পুত্রের সাথে অবশিষ্টাংশভোগীতে পরিণত হয় এবং পুত্র কন্যার দিগুণ সম্পত্তি পায়।

(২) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে পুত্রের পুত্র (যতই নিম্নগামী হোক) এর অধিকার:

(ক) নিকটতম পুত্র থাকলে দূরবর্তী পুত্র বাদ যাবে।

(খ) দুই বা ততোধিক পুত্রের পুত্র সমানাংশে উত্তরাধিকার লাভ করে।

(গ) পুত্রের কন্যা পুত্রের পুত্রের সাথে অবশিষ্টাংশভোগীতে পরিণত হয় এবং পুত্রের পুত্র, পুত্রের কন্যার দ্বিগুণ পায় । উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, নিকটবর্তী পুত্রের বর্তমানে দূরবর্তী পুত্রের পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। একই নীতি দূরবর্তী কন্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ পুত্রের বর্তমানে মৃত পুত্রের পুত্র বা কন্যা সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবে। এক বা একাধিক কন্যার বর্তমানে ও মৃত পুত্রের সন্তানরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হতে আংশিক বা সম্পূর্ণরুপে বঞ্চিত হয়।

নীচের উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কারভাবে বোঝা যাবে।

মনে করি এক ব্যক্তি পিতা, মাতা, ২ কন্যা ও পূর্বে মৃত পুত্রের কন্যা রেখে মারা যায়। মূল মুসলিম আইনানুযায়ী তাদের সম্পত্তি বন্টন নিম্নরূপ হবে:

পিতা	১/৬ (অংশীদার হিসেবে)
মাতা	১/৬ (অংশীদার হিসেবে)
২ কন্যা	২/৩(অংশীদার হিসেবে)
পুত্রের কন্যা	(সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত)

মুসলিম আইনের এই বিধান ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ এর ৪নং ধারার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে যা মুসলিম আইনের মূলনীতিসমুহে উদাহরনসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৬১ সনের ১৫ ই জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া এই আইনের মর্মমতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করবার সময় ঐ মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তান যদি কেউ থাকে, তবে ঐ মৃত পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকলে যে পরিমাণ সম্পত্তি লাভ করত, তার সমান অংশ ঐ মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানরা লাভ করবে ।

উদাহরণ:

পিতা	১/৬
মাতা	১/৬
২ কন্যা	২/৩ এর ১/২ = ১/৩ (অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে)
পুত্রের কন্যা	২/৩ এর ১/২ =১/৩ (অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে)

অর্থাৎ পুত্র জীবিত থাকলে ২ কন্যা অংশীদার হিসেবে না পেয়ে পুত্রের সাথে অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে পাবে।

(২) কন্যা এক পুত্রের সমান সম্পত্তি লাভ করতো। পিতা ও মাতা অংশীদার হিসেবে (১/৬ +১/৬) = ১/৩ অংশ পেয়েছেন। বাকী ২/৩ অংশ সম্পত্তির ১/২ অংশ করে পেয়েছে ২ কন্যা একত্রে ও এক পুত্র। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার উর্ধ্বগামী (পিতা, পিতার পিতা) এর অধিকার:

(৩) পিতা: সন্তান বা পুত্রের সন্তান, যত নীচেরই হোক, না থাকলে পিতা অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে সমস্ত অবশিষ্টাংশ পাবেন।

৪) পিতার পিতা, যত উপরে হোক: সন্তান বা পুত্রের সন্তান, যত নীচের হোক না থাকলে পিতার অবর্তমানে নিকটতম পিতার পিতা অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে সমস্ত অবশিষ্টাংশ পাবেন। নিকটতম পিতার পিতার বর্তমানে দূরবর্তী পিতার পিতা বাদ যাবেন।

মৃত ব্যক্তির পিতার উর্ধ্বগামী:

৫) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে পূর্ণ বা আপন ভাইয়ের অধিকার:

পূর্ণ বা আপন বোন না থাকলে পূর্ণ ভাই সমস্ত অবশিষ্টাংশ পায়। একাধিক ভাই থাকলে প্রত্যেকে সমানাংশে পায়।

খ) ভাইয়ের সাথে পূর্ণ বা আপন বোন থাকলে বোন অংশীদার হিসেবে না পেয়ে ভাইয়ের সাথে অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে সম্পত্তি পায়। ভাই বোনের দ্বিগুণ পায় ।

৬) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে পূর্ণ বোন বা আপন বোনের অধিকার:

পূর্ণ ভাই এবং উপরে উল্লেখিত অন্যান্য অবশিষ্টাংশভোগী না থাকলে পূর্ণ বোন অবশিষ্টাংশ ভোগীতে পরিণত হবে যদি মৃত ব্যক্তির ক) এক বা একাধিক কন্যা অথবা খ) পুত্রের এক বা একাধিক কন্যা, যত নীচের হোক অথবা এমনকি গ) শুধুমাত্র এক কন্যা এবং পুত্রের কন্যা বা কন্যাগণ, যত নীচের হোক, থাকে।

৭) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে বৈমাত্রেয় ভাই (যেখানে পিতা একজন কিন্তু মাতা দুইজন তাদের সন্তানগণ) এর অধিকার:

বৈমাত্রেয় ভাই বৈমাত্রেয় বৈমাত্রেয় বোনের সাথে অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে সম্পত্তি পায়। ভাই বোনের দ্বিগুণ পায়।

৮) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে বৈমাত্রেয় বোনের অধিকার: বৈমাত্রেয় ভাইসহ উপরে উল্লেখিত অন্যান্য অবশিষ্টাংশভোগীরা না থাকলে বৈমাত্রেয় বোন অবশিষ্টাংভোগী হিসেবে সম্পত্তি লাভ করে, যদি মৃতব্যক্তির (ক) এক কন্যা অথবা (খ) পুত্রের কন্যা বা কন্যারা যত নীচেই হোক অথবা এমনকি গ) এক কন্যা ও এক পুত্রের কন্যা বা কন্যারা যত নীচেই হোক, থাকে।

৯) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে পূর্ণ বা আপন ভাইয়ের পুত্র বা পুত্রগণের অধিকার।

১০) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র বা পুত্রগণ।

১১) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে পূর্ণ বা আপন ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের অধিকার।

১২) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের পুত্র।

এভাবে আপন ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের পুত্র। বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের পুত্র পরপর পুরুষ ধারার ভিত্তিতে চলবে।

প্রকৃত পিতামহের নিম্নগামী অর্থাৎ পিতার পিতা:

১৩) মৃত ব্যক্তির পূর্ণ চাচা বা আপন চাচার অধিকার

১৪) স্বগোত্রীয় রক্ত সম্পর্কীয় চাচা

১৫) পূর্ণ বা আপন চাচার পুত্র

১৬) রক্ত সম্পর্কীয় চাচার পুত্র

১৭) পূর্ণ চাচার পুত্রের পুত্র

১৮) রক্ত সম্পর্কীয় চাচার পুত্রের পুত্র।

অবশিষ্টাংশভোগীদের মধ্যে সম্পত্তির অংশ বন্টন:

যেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কেবলমাত্র অবশিষ্টাংশভোগীগণই বৈধ উত্তরাধিকারী থাকে, সেক্ষেত্রে সমস্ত সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি পরিস্কার বোঝা যাবে।

tanbircox.blogspot.com

সুত্রঃ নেটের বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত।

সীমিত ইন্টারনেট প্যাকেজের ও নেটের স্লো স্পিড়ের জন্য যারা আমার শেয়ার করা ইবুক -!... ও সফটওয়্যার গুলো ডাউনলোড করতে পারছেন না

অথবা যারা ব্যস্তাতার জন্য ডাউনলোড করার সময় পাচ্ছেন না......

অথবা এতগুলো বই একটা একটা করে ডাউনলোড করতে যাদের বিরক্তিকর মনে হয় ...

তারা নিচের লিংকে দেখুন ...আশা করি আপনারা আপনাদের সমাধান পেয়ে যাবেন......

এখানে ক্লিক করুনঃ

http://tanbircox.blogspot.com//2013/07My-DVD-Collection--4U.html

বাংলা ইবুক-, সফটওয়্যার ,শিক্ষণীয় তথ্য ও বিভিন্ন টিপস সম্পর্কে আপডেট পেতে চাইলে "বাংলা বইয়ের [প্রয়োজনীয়_বাংলা_বই _Useful -Bangla- e-books] এই ফেসবুক পেজে "লইক like দিতে পারেন আশা করি এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না তাছাড়া এই পেইজে কখনো অ্যাড দেওয়া হবে না তবে আপনাদের 100% উপকারে আসবে ...

বিশ্বাস না হলে পেইজের আগের পোস্ট গুলো একবার দেখে আসুন ......

https://www.facebook.com/tanbir.ebooks

পেইজ লাইকে যদি কারো সমস্যা থাকে তারা চাইলে আমাকে ফলো করে আপডেট পেতে পারেন ...।

http://www.facebook.com/tanbir.cox

আসলে আমার উদ্দেশ্য অন্যকে ভালো কিছু জানানো ...

tanbircox.blogspot.com

প্রয়োজনীয় বাংলা বই ফ্রী ডাউনলোড করতে চাইলে নিচের লিংক গুলো দেখতে পারেনঃ

- ☆ http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox
- ☆ http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox
- ☆ http://somewhereinblog.net/tanbircox
- ☆ http://pchelplinebd.com/archives/author/tanbir_cox
- ☆ http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_cox

Tanbir Ahmad Razib

Mobile No:→ 01738 -359 555

E-Mail: → tanbir.cox@gmail.com

Facebook: → http://facebook.com/tanbir.cox

e-books Page: → http://facebook.com/tanbir.ebooks

Web Site : → http://tanbircox.blogspot.com

tanbircox.blogspot.com

I share new interesting & Useful Bangla e-books(pdf) everyday on my facebook page & website .

Keep on eye always on my facebook page & website & update ur knowledge .

If You think my e-books are useful , then please share & Distribute my e-book on Your facebook & personal blog .

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

My DVD Collection 4 U

Complete Solution of your Computer

আপনি যেহেতু এই লেখা পড়ছেন , তাই আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে অভিজ্ঞ ,কাজেই কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় বিষয় গুলো সম্পর্কে ভালো খারাপ বিবেচনা করারা ক্ষমতা অবশ্যই আছে …

তাই আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ " আপনারা সামান্য একটু সময় ব্যয় করে ,শুধু এক বার নিচের লিংকে ক্লিক করে এই DVD গুলোর মধ্যে অবস্থিত বই ও সফটওয়্যার এর নাম সমূহের উপর চোখ বুলিয়ে নিন।"তাহলেই বুঝে যবেন কেন এই DVD গুলো আপনার কালেকশনে রাখা দরকার!আপনার আজকের এই ব্যয়কৃত সামান্য সময় ভবিষ্যতে আপনার অনেক কষ্ট লাঘব করবে ও আপনার অনেকে সময় বাঁচিয়ে দিবে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুনঃ- "বিভিন্ন ক্যাটাগরির এই DVD গুলোর মধ্যে দেওয়া বাংলা ও ইংলিশ বই , সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর কালেকশন দেখে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন !"

আপনি যদি বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহার করেন ও ভবিষ্যতেও কম্পিউটার সাথে যুক্ত থাকবেন তাহলে এই ডিভিডি গুলো আপনার অবশ্যই আপনার কালেকশনে রাখা দরকার........ কারনঃ

☆ এই ডিভিডি গুলো কোন দোকানে পাবেন না আর ইন্টারনেটেও এতো ইম্পরট্যান্ট কালেকশন একসাথে পাবেন বলে মনে হয় না।তাছাড়া এত বড় সাইজের ফাইল নেট থেকে নামানো খুবই কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।এছাড়া আপনি যেই ফাইলটা নামাবেন তা ফুল ভার্সন নাও হতে পারে ..

☆ এই ডিভিডি গুলো আপনার কালেকশনে থাকলে আপনাকে আর কোন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে টাকার বিনিময়ে বা বন্ধুত্বের খাতিরে "ভাই একটু হেল্প করুন" বলে অন্যকে বিরক্ত করা লাগবে না … ও নিজেকেও হয়রানি হতে হবে না ।

☆ এই ডিভিডি গুলোর মধ্যে অবস্থিত আমার করা ৩০০ টা বাংলা ই-বুক (pdf) ও ছোট সাইজের প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আপনাদের জন্য বিনামূল্যে আমার সাইটে শেয়ার করে দিয়েছি । কিন্তু প্রয়োজনীয় বড় সাইজের বই, টিটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার গুলো শেয়ার সাইট গুলোর সীমাবদ্ধতা ও ইন্টারনেটের স্লো আপলোড গতির জন্য শেয়ার করতে পারলাম না । তাছাড়া এই বড় ফাইল গুলো ডাউনলোড করতে গেলে আপনার ইন্টারনেট প্যাকেজের অনেক জিবি খরচ করতে হবে … যেখানে ১ জিবি প্যাকেজ জন্য সর্বনিম্ন ৩৫০ টাকা তো খরচ হবে , এর সাথে সময় ও ইন্টারনেট গতিরও একটা ব্যাপার আছে। এই সব বিষয় চিন্তা করে আপনাদের জন্য এই ডিভিডি প্যাকেজ চালু করেছি …

মোট কথা আপনাদের কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান ও কম্পিউটারের জন্য প্রয়োজনীয় সব বই, সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর সার্বিক সাপোর্ট দিতে আমার খুব কার্যকর একটা উদ্যোগ হচ্ছে এই ডিভিডি প্যাকেজ গুলো …

আমার ডিভিডি প্যাকেজ গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুনঃ

All DVD Collection [At a Glance]: এই ডিভিডি গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে ধারনা লাভ করার জন্য … শুধু একবার চোখ বুলান

☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html

E-Education: [মোট দুইটা ডিভিডি , সাইজ ৯ জিবি] আপনার শিক্ষাজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব বাংলা বই ও সফটওয়্যার

☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/04/Complete-Solution-of-your-Education.html

Genuine Windows Collection: [মোট তিনটা ডিভিডি, সাইজ ১৩.৫ জিবি]Genuine Windows XP Service Pack 3 , Windows 7 -64 & 32 bit & Driver Pack Solution 13 এর সাথে রয়েছে উইন্ডোজের জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা বই ও সফটওয়্যার

☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Genuine-Windows-Collection.html

Office & Documents: All MS Office, documents ,pdf reader & Pdf edit Software এবং প্রয়োজনীয় সব বাংলা বই। যে কোন ধরনের ডকুমেন্ট এডিট , কনভার্ট ও ডিজাইন করার জন্য এই ডিভিডি টি যথেষ্ট , এই ডিভিডি পেলে অফিস ও ডকুমেন্ট সম্পর্কিত যে কোন কাজে অসাধ্য বলে কিছু থাকবে না… আপনার অফিসিয়াল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারের সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী সমাধান...

☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/office-documents-soft-dvd.html

All Design , Graphics & Photo Edit Soft: [হয়ে যান সেরা ডিজাইনার] ডিজাইন ,গ্রাফিক্স ও ছবি এডিট সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সব বাংলা ও ইংলিশ ই-বুক ,টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।ভালো ও এক্সপার্ট ডিজাইনার হওয়ার জন্য এর বাইরে আর কিছুই লাগবে না

☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Design-and-Graphics-Software.html

All Internet & Web programming Software: প্রয়োজনীয় সব বাংলা ও ইংলিশ ই-বুক ,টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।

☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Internet-And-Web-programming-Software.html

All Multimedia & Windows Style Software: A2Z Audio & Video player , Edito & converter . CD, DVD edit ও উইন্ডোজ কে সুন্দর দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।

☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Multimedia-And-Windows-Style-Software.html

5000+ Mobile Applications & games:

☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/mobile-software-hardware-dvd-5000.html

3000 +Bangla e-books Collection of best bd Writer:

☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/A2Z-Bangla-ebooks-Collection.html

facebook :: - www.facebook.com/tanbir.cox Website 🌐:- http://tanbircox.blogspot.com